বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং-৩১৪১/২০১৯

স্পাইস টেলিভিশন প্রাইভেট লিমিটেড

.....দরখাস্তকারী

বনাম

বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য

.....প্রতিপক্ষগণ

জনাব মওদুদ আহমেদ, সিনিয়র এ্যাডভোকেট
সাথে জনাব সৈয়দ তাজরুল হোসেন,
এ্যাডভোকেট

.....দরখাস্তকারীর পক্ষে

জনাব এ, কে, এম আলমগীর পারভেজ ভূঁইয়া,
এ্যাডভোকেট

.....৩নং প্রতিপক্ষের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১৭.০৮.২০২০,২০.০৮.২০২০,
২৫.০৮.২০২০, ২৭.০৮.২০২০, ৩০০৯.২০২০
এবং রায়ের তারিখ: ১৩.০৯.২০২০

উপস্থিত:

জনাব বিচারপতি মোঃ আশাফাকুল ইসলাম
এবং
জনাব বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

বিচারপতি মোঃ আশাফাকুল ইসলাম:

এই রুলটি বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৪.০৩.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নিম্নোক্তভাবে ইস্যু করা হয়েছিলঃ

" এই রুল জারীঅন্তে প্রতিপক্ষগণকে এই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হলো যে, বাদীর দাখিলকৃত আবেদনপত্রগুলোর (যার তারিখ ২৭.০৮.২০১৭ এবং যা ৩০.০৮.২০১৭ এবং ১২.০২.২০১৯ (সংযুক্তি-'বি' এবং 'বি-১') তারিখে গৃহীত হয়) ভিত্তিতে বাদীর টেলিভিশন চ্যানেল যার নাম স্পাইস টেলিভিশন লিমিটেড (স্পাইস টিভি) এর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য ৩নং প্রতিপক্ষের প্রতি নির্দেশ কেন দেয়া হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।"

রুল ইস্যু করার সময় প্রতিপক্ষ নং ৩, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন-কে বাদীর আবেদপত্রগুলো (যার তারিখ ২৭.০৮.২০১৭ এবং যা ৩০.০৮.২০১৭ এবং ১২.০২.২০১৯ (সংযুক্তি-'বি' এবং 'বি-১') তারিখে গৃহীত হয়) ১(এক) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

আবেদনকারীর কোম্পানি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী যা কোম্পানী আইনের অধীনে যৌথ মূলধনী কোম্পানী কর্তৃক নিবন্ধনকৃত। একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনার জন্য বাদী প্রতিপক্ষ নং ৩, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এর নিকট একখানি আবেদনপত্র দাখিল করেছিল এবং সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বিবেচনাপূর্বক প্রতিপক্ষ নং ২ এর স্বাক্ষরিত অনাপত্তিপত্র প্রতিপক্ষ নং ১ কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল গত ০৯.০৮.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে। অনুমতি প্রাপ্তির পর বাদী প্রতিপক্ষ নং ৩ এর নিকট উক্ত টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দের প্রার্থনা করে একখানি আবেদনপত্র দাখিল করেন। আবেদনটি বিবেচিত না হওয়ায় বাদী ই-মেইলের মাধ্যমে গত ১২.০২.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আরও একটি আবেদনপত্র দাখিল করেন যা প্রতিপক্ষ নং ৩ কর্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত হয়। যেহেতু, উহার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তাই বাদী ন্যায় বিচারের দাবিতে গত ২৪.০২.২০১৯ (সংযুক্তি-'সি') তারিখে নোটিশ পাঠান। এটা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, অনুমতিপত্রে (সংযুক্তি-এ) তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ খ্রিঃ নিম্নরূপ একটি শর্তারোপ করা হয়েছে (শর্ত নং ৮)ঃ

"(৮) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিটিআরসিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।"

শর্ত নং ১৬ তে লেখা হয়েছেঃ

"(১৬) অনাপত্তি প্রদানের তারিখ থেকে ০১(এক) বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচার শুরু করতে হবে।"

উল্লেখ্য যে, বাদীর গত ২৭.০৮.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আবেদন পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ নং ৩ (ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (খ) মহাপরিচালক, ডিজিএফআই এবং (গ) মহাপরিচালক, এন, এস, আই-কে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে একটি পত্র প্রেরণ করেন যার তারিখ ২০.০৯.২০১৭। তদানুসারে, ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক ছাড়পত্র প্রদান করেন। তারপর পুনরায় প্রতিপক্ষ নং ৩ (ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং (খ) মহাপরিচালক, এন, এস, আই-কে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তদানুসারে, গত ২০.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, এন, এস, আই ছাড়পত্র প্রদান করেন। পুনরায় প্রতিপক্ষ নং ৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে ১৫ দিনের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ করে আরও একটি পত্র প্রেরণ করেন।

গত ২০.০৫.২০৯ খ্রিঃ তারিখের এফিডেফিট-অফ-কমপ্লায়েন্সে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যদিও প্রতিপক্ষ নং ৩ বাদীর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করেনি কিন্তু কমিশনের ১৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সিদ্ধান্তনুসারে বাদীকে ট্রান্সমিশন সরঞ্জামাদি আমদানি করার অনুমতি প্রদান করেন এবং ৫.৮৫০-৬.৪২৫ গিগাহার্টজ এর মধ্যে ৬ মেগাহার্টজ তরঙ্গ অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ প্রদান করেন এই পর্যায়ে বাদী বর্তমান রীট পিটিশন দায়ের করেন এবং রুল ও নির্দেশনা লাভ করেন।

জনাব মওদুদ আহমেদ, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী সাথে জনাব সৈয়দ তাজরুল হোসেন, বিজ্ঞ আইজীবী বাদীর দরখাস্তের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তি এবং নথিপত্র উপস্থাপনের পর নিবেদন করেন যে, বর্ণিত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও ৩নং প্রতিপক্ষ আদালতের গত ১৫.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ প্রাপ্ত হন এবং ১২.০৫.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পনের দিনের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেন যাতে ৩নং প্রতিপক্ষ আদালতের আদেশ প্রতিপালন করতে পারেন। তিনি নিবেদন করেন যে, ৩নং প্রতিপক্ষ ২৪.০৭.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তার ২১৫তম সভার সিদ্ধান্তনুসারে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে শেষ বারের মত ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান এবং সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, যদি তারা ছাড়পত্র প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে ধরে নেওয়া হবে যে, বাদীর অনুকূলে তরঙ্গ বরদ্দ প্রদানে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

এরপর তিনি নিবেদন করেন যে, ৩নং প্রতিপক্ষ তার গত ০৩.১২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখের সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ (ক) ৩০ দিনের মধ্যে তাগিদপত্র পাঠানো (খ) যদি ৩০ দিনের মধ্যে কোনো মতামত পাওয়া না যায় তবে আরও ৩০ দিনের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিযে শেষবারের মত পত্র প্রেরণ (গ) যদি ০৪ মাসের মধ্যে কোন মতামত না পাওয়া যায়, তবে পুনরায় বিষয়টি কমিশনের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা (যা এফিডেভিট অক কমপ্লায়েন্স থেকে প্রতীয়মান হয়)।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, গত ২০.০৫.২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ৪নং প্রতিপক্ষ হিসেবে গন্য করা হয় সে অনুসারে ৩নং প্রতিপক্ষ তার গত ২৫.০৭.২০২০ তারিখেরে পত্র মারফত ১৫ দিনের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ করে আরও একবার পত্র প্রেরণ করেন (যা গত ২৫.০৮.২০২০ খ্রিঃ তারিখের এফিডেভিট অফ কমপ্লায়েন্স হতে প্রতীয়মান হয়)। তার নিবেদনুসারে সেই কমপ্লায়েন্স হতে দেখা যায় যে, ৩ নং প্রতিপক্ষ গত ২৩.০৮.২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪নং প্রতিপক্ষের নিকট হতে একটি চিঠি গ্রহণ করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি তদন্তাধীন এবং তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর তারা শীঘ্রই তাদের মতামত প্রদান করেবেন। বর্ণিতাবস্থায়, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব আহমেদ নিবেদন করেন যে, যদিও ৩নং প্রতিপক্ষ তার সকল সদিচ্ছার

সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বারংবার তাগিদপত্র প্রদান করেন কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অজুহাতে সেটি প্রতিপালন করেননি।

পরিশেষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী নিবেদন করেন যে, বাংলাদশে টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ৫৫ ধারা মতে, তরঙ্গ বরাদ্দকরণ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা ৩নং প্রতিপক্ষের একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন। উক্ত আইনের ৫৬(৮) ধারয় এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, একটি নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে যার মধ্যে লাইসেন্স অথবা তরঙ্গ বরাদ্দ অথবা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্র কমিশন নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট বাদীর তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের পর ৩ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ৩নং প্রতিপক্ষ আজ পর্যন্ত কোনো বৈধ কারণ ব্যতিরেকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তার নিবেদনের সমর্থনে ৫৫ ডি, এল, আর, এডি পৃষ্ঠা নং ১৩০-এ প্রকাশিত একুশে টেলিভিশন এবং অন্যান্য বনাম ডাঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান এবং অন্যান্য মামলার রায় উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আরও উদ্ধৃত করেন ৪৬ ডি, এল, আর, এডি পৃষ্ঠা নং ১৪৮ এবং ৬৫ ডি, এল, আর, এডি প্রষ্ঠা নং ১৪৫ এ প্রকাশিত ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার বিষয়ে রায় যা মাননীয় আপীল বিভাগ কর্তৃক বিচারিত হয়েছিল।

অপরদিকে, ৩নং প্রতিপকক্ষের সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ, কে, এম আলমগীর পারভেজ ভূঁইয়া এফিডেভিট-ইন-অপজিশন এবং এফডেভিট-ইন-কমপ্লায়েন্স দায়ের করে নিবেদন করেন যে, ৩নং প্রতিপক্ষ বাদীর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের জন্য সবকিছু করেছেন। প্রথমত গত ২০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে (ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (খ) মহাপরিচালক, ডিজিএফআই এবং (গ) মহাপরিচালক, এন, এস, আই কে অনুরোধ করেন। যদিও মহাপরিচালক, ডিজিএফআই এবং মহাপরিচালক, এন, এস, আই ছাড়পত্র প্রদান করেছেন কিন্তু বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক চাহিত ছাড়পত্র প্রদান করেননি। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি নিবেদন করেন যে, ৩নং প্রতিপক্ষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের জন্য।

আমরা দীর্ঘ সময় বাদীপক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মওদুদ আহমেদ এবং ৩নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ, কে, এম আলমগীর পারভেজ- এর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আমরা দরখাস্ত, সকল নথিপত্র, সংযুক্তি, এফিডেভিট-ইন-অপজিশন, এফিডেভিট-ইন কমপ্লায়েন্স এবং নথিতে বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছি।

এই রীট আবেদনে আমরা একমাত্র যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি সেটা হলো বর্ণিতাবস্থায় ৩নং প্রতিপক্ষ সংবিধান কর্তৃক প্রনীত আইনুসারে কাজ করিছেন কিনা।

এটি একটি ম্যান্ডেমাস প্রকৃতির রীট। বাদী কর্তৃক ৩ নং প্রতিপক্ষের উপর একটি নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১০২(২)(ক)(অ) অনুচ্ছেদে কিনা নির্দশনা প্রদান করা হয়েছে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা নেওয়া যাকঃ "যে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে -(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বরা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, আদেশদান করিতে পারিবেন।" সংবিধান প্রণীত রীট ম্যান্ডেমাস নির্দেশ করে যে, বর্ণিত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ বিভাবে আইনুসারে কাজ করবে। এটি রীট ম্যান্ডেমাসের মৌলিক নীতি।

আমরা এ মামলার ক্ষেত্রে দেখেছি যে, ৩নং প্রতিপক্ষ তিনটি সংস্থার নিকট হতে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, ইতোমধ্যে দুইটি সংস্থা তাদের ছাড়পত্র প্রদান করেছেন । কিন্তু পক্ষভুক্ত ৪নং প্রতিপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩নং প্রতিপক্ষের বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও কোন ছাড়পত্র প্রদান করেননি। এ বিষয়ে ৩নং প্রতিপক্ষের সদিচ্ছা অস্বীকার কার যায় না।

প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৫ উদ্ধৃত করা যাকঃ

> ৫৫। (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় যা উহার উপরস্থ আকাশসীমায় বেতার যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোন বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবহার করিবেন না বা কোন বেতার যন্ত্রপাতিতে কমিশন কর্তৃক বরাদদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যতীত অন্য কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিবেন না।
>
> (২)উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ইস্যুকরণ এবং বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের একক এখতিয়ার থাকিবে কমিশনের।

ধারা ৫৬(৮)-এ আরও বলা হয়েছে যে:

> (৮) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ বা কারিগারী গ্রহণযোগ্যতা সনদ প্রাপ্তির জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে, এবং কমিশন, আবেদনটি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহার মন্তব্যসহ (যদি থাকে) উহা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কমিটি তৎসম্পর্কে উহার সুপারিশ ও মন্তব্যসহ কমিশনের নিকট পেশ করিবে।

আইনের স্পষ্ট ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই যে, ৩নং প্রতিপক্ষ তর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত অবস্থানে ছিলেন। উপরিবর্ণিত ৫৫ ডি, এল, আর এডি পৃষ্টা নং ২৬-এ প্রকাশিত সিদ্ধান্তের ৩৮ অনুচ্ছেদে আমাদের মাননীয় আপীল বিভাগ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছেনঃ

"একুশে টিভি লিমিটেডের আইনজীবী নিবেদন করেছেন যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধীনে স্থাপিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নিকট টেলিভিশন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে। একুশে কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে কমিশন আইনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যাতে উক্ত আবেদন বিবেচনার বিষয়ে আমদের এই রায়ের কোন প্রভাব থাকবে না।"

অধিকন্তু, এই বিশেষ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় যেখানে ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা জড়িত। আমরা দ্ব্যার্থহীনভাবে এবং শ্রদ্ধার সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বনাম ফিরোজা বেগম ৬৫ ডি, এল, আর এডি পৃষ্ঠা নং ১৬৫-এর সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করি যেখানে আমাদের মাননীয় আপীল বিভাগ ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার যৌক্তিক কারণ হিসেবে বারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে এই মোমলার ক্ষেত্রে (৪) এবং (৫) নম্বর মানদণ্ড প্রযোজ্য হবে মর্মে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়।

মানদণ্ড (৪) এ উদ্ধৃত আছে ঃ "একটি ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা অবশ্যই সার্বজনীন কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার এবং নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যেখানে বলা থাকবে উক্ত প্রত্যাশা পূরণে তারা বাধ্যকর এবং একজন মন্ত্রী এমন প্রত্যাশা করতে পারেন না যে, একজন স্বাধীন কর্মকর্তা কাজ করবে একটি বিশেষ উপায়ে অথবা সরকার পরিবর্তনের পর একজন ছায়ামন্ত্রীর দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাধ্য নয়।"

মানদণ্ড (৫) এ বলা আছে ঃ " একজন ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা মতবাদের উপর ভিত্তি করে কোনো দাবি উত্থাপন করলে তাকে এই মর্মে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি কর্তৃপক্ষের বিবৃতির উপর নির্ভর করেছিলেন এবং তার প্রত্যাশাকে অগ্রাহ্য করলে সেটি তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আদালত একমাত্র তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছাচারী, অযৌক্তিক বা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার বা আইনানুগ ন্যায়বিচার নীতির পরিপন্থি এবং জনস্বার্থ বিরোধী হয়।"

অতএব, সামগ্রিক দিক বিবেচনায় আমাদের সুচিন্তিত মতামত এই যে, বাদীর প্রতিক্ষার যন্ত্রণাময় প্রহর কান্নায় পর্যবসিত হওয়ার পূর্বেই ৩নং প্রতিপক্ষের উচিত অবিলম্বে উপরিল্লিখিত পন্থায় আইনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো। ৩নং প্রতিপক্ষকে এই রায় ও আদেশ প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে রুলের শর্তানুযায়ী আইনানুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোহাম্মদ আলী।

আমি একমত

দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।